রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মে ২৭, ২০২৪

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৩ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস, আর, ও, নং ১১৬-আইন/২০২৪।—বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৭ নং আইন) এর ধারা ২১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড (Bangladesh Tourism Board), সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নবর্ণিত প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড (Bangladesh Tourism Board) (কর্মচারী) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক তহবিল প্রবিধানমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা, প্রেষণে অথবা সম্পূর্ণ অস্থায়ী, খণ্ডকালীন, আউটসোর্সিং, দৈনিক বা চুক্তিভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারী ব্যতীত, বোর্ডের সকল কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা ১ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়,—

(ক) **"আইন"** অর্থ বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৭ নং আইন);

মূল্য : টাকা ২৪.০০

(খ) **"আনুতোষিক"** অর্থ আনুতোষিক তহবিল হইতে প্রাপ্য অর্থ;

(গ) **"উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ"** অর্থ এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোনো নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(ঘ) **"কর্মচারী"** অর্থে বোর্ডের যে কোনো নিয়মিত কর্মচারী, স্থায়ী বা অস্থায়ী এবং যে কোনো কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ঙ) **"চাঁদা"** অর্থ প্রবিধান ৮ এর অধীন কর্মচারীগণ কর্তৃক তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

(চ) **"চাঁদাদাতা"** অর্থ অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী কোনো কর্মচারী;

(ছ) **"ছুটি"** অর্থ বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২-তে উল্লিখিত কোনো ছুটি;

(জ) **"ট্রাস্টি"** অর্থ প্রবিধান ৫ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের কোনো সদস্য;

(ঝ) **"তহবিল"** অর্থ প্রবিধান ৩ এর অধীন গঠিত 'বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড (Bangladesh Tourism Board) (কর্মচারী) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল' ও 'বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড (Bangladesh Tourism Board) (কর্মচারী) আনুতোষিক তহবিল';

(ঞ) **"নির্ভরশীল ব্যক্তি"** অর্থ চাঁদাদাতার পরিবারের কোনো সদস্য, পিতা, মাতা, অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাই, অবিবাহিতা বোন, মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং পিতা-মাতা জীবিত না থাকিলে পিতামহ ও পিতামহী;

(ট) **"পরিবার"** অর্থ —

(অ) কর্মচারী পুরুষ হইলে, তাহার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণ অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো কর্মচারী প্রমাণ করিতে পারেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাহার স্ত্রী পৃথকভাবে বসবাস করেন অথবা তাহার স্ত্রী প্রথাগত আইন অনুসারে ভরণপোষণ লাভের অধিকারী নহেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত কর্মচারী কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী, এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না; এবং

(আ) কর্মচারী মহিলা হইলে, তাহার স্বামী ও সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণ অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো মহিলা কর্মচারী তাহার স্বামীকে এই প্রবিধানমালার কোনো সুবিধা পাইবার বিষয়ে তাহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্বামী উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না;

(ঠ) **''প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা''** অর্থ বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড (Bangladesh Tourism Board) এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা;

(ড) **''ফরম''** অর্থ এই প্রবিধানমালার কোনো ফরম;

(ঢ) **''বৎসর''** অর্থ ১ (এক) জুলাই তারিখ হইতে শুরু করিয়া ৩০ (ত্রিশ) জুন তারিখ পর্যন্ত;

(ণ) **''বেতন''** অর্থ বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২ এ বর্ণিত বেতন;

(ত) **''বোর্ড''** অর্থ আইনের ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড (Bangladesh Tourism Board); এবং

(থ) **''মনোনীত ব্যক্তি''** অর্থ প্রবিধান ১৩ ও ২১ এর অধীন মনোনীত কোনো ব্যক্তি।

(২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত যেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৭ নং আইন) এবং বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২ এ যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা

৩। **তহবিল গঠন।**—বোর্ড উহার কর্মচারীদের অবসরকালীন সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড (Bangladesh Tourism Board) (কর্মচারী) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল' ও 'বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড (Bangladesh Tourism Board) (কর্মচারী) আনুতোষিক তহবিল' নামক পৃথক দুটি তহবিল গঠন করিবে, যথা:—

(ক) প্রবিধান ৮ এর অধীনে কর্মচারীগণ কর্তৃক অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

(খ) প্রবিধান ৯ এর অধীনে বোর্ড কর্তৃক অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত অনুদান;

(গ) প্রবিধান ১৯ এর অধীনে বোর্ড কর্তৃক আনুতোষিক তহবিলে প্রদত্ত জমা;

(ঘ) দফা (ক), (খ) ও (গ) এর অধীনে জমাকৃত অর্থের উপর প্রাপ্ত মুনাফা; এবং

(ঙ) দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এর অধীনে জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয়।

৪। **তহবিলের হিসাবরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।**—(১) তহবিলের অর্থ বাংলাদেশি টাকায় সংরক্ষিত হইবে এবং ইহা বাংলাদেশে প্রদেয় হইবে।

(২) চাঁদা প্রদান ও অর্থের হিসাব পূর্ণ টাকায় হইবে।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলের অর্থ এইরূপে বিনিয়োগ করিবে যাহাতে বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাধিক আয় হয়, এবং এতদুদ্দেশ্যে, ট্রাস্টি বোর্ড, তহবিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত, বা সরকারি সঞ্চয়পত্র বা সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-প্রবিধানের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, **"তফসিলি ব্যাংক"** অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2 এর clause (j) এ সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank।

(৫) ট্রাস্টি বোর্ড কোনো স্বীকৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম দ্বারা তহবিলের হিসাব বিবরণী নিরীক্ষা করাইবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি বোর্ডের নিকট দাখিল করিবে।

(৬) উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীন নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম তহবিলের যেকোনো নথি, খাতাপত্র, কাগজপত্র, হিসাব এবং দলিলাদি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবে।

(৭) তহবিলের অর্থ সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বোর্ড বহন করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ট্রাস্টি বোর্ড গঠন, ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যাবলি, ইত্যাদি

৫। **ট্রাস্টি বোর্ড গঠন।**—(১) তহবিল পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বোর্ডের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ);

(গ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত বোর্ডের নবম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের ১ (এক) জন প্রতিনিধি এবং দশম হইতে বিশতম গ্রেডের ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ঘ) বোর্ডের সহকারী পরিচালক (বোর্ড ও আইন);

(ঙ) বোর্ডের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা; এবং

(চ) বোর্ডের উপ-পরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষা), পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (গ) এর অধীন মনোনীত সদস্য প্রথম সভার তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন, তবে মেয়াদ পূর্তির পূর্বে তিনি স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৬। **ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।**—ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) তহবিলের অর্থের ব্যাংক-হিসাব পরিচালনা এবং উহার যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) প্রতি বৎসরের জুলাই মাসে তহবিলের পূর্ববর্তী বৎসরের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিয়া বোর্ডের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন;

(ঙ) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে দাবিসমূহ পরিশোধের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি যথাশীঘ্র পরিশোধ; এবং

(ছ) উপরি-উক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

৭। **ট্রাস্টি বোর্ডের সভা।**—(১) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা উহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, সময় ও তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে, তবে প্রতি বৎসর ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যূন ৩ (তিন) টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সভাপতি ট্রাস্টি বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে বোর্ডের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) পদাধিকারবলে ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) অন্যূন ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে ট্রাস্টি বোর্ডের সভার কোরাম গঠিত হইবে, তবে মূলতুবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় তথা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব ট্রাস্টি বোর্ডের সকল সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

(৬) ট্রাস্টিগণ তহবিল পরিচালনার জন্য কোনো পারিতোষিক বা সম্মানি পাইবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় যোগদানের জন্য ট্রাস্টিগণ বোর্ডের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানি প্রাপ্য হইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান, মুনাফা, অগ্রিম উত্তোলন, ইত্যাদি

৮। **সদস্যদের চাঁদা**।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী কর্তব্যরত অবস্থায় অথবা প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকরিতে থাকা অবস্থায় প্রতি মাসে মূলবেতনের সর্বোচ্চ ১০% (দশ শতাংশ) অর্থ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) কোনো চাঁদাদাতা তহবিলে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড তাহার নামে একটি নূতন হিসাব নম্বর প্রদান করিবে এবং প্রত্যেকবার চাঁদা প্রদানের সময় উক্ত হিসাব নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) ছুটিতে থাকাকালীন চাঁদা প্রদান না করিবার জন্য কোনো চাঁদাদাতা তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার ক্ষেত্রে চাঁদাদাতা—

(ক) নিজে বেতন উত্তোলনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী হইলে, ছুটিতে যাইবার পরে প্রথম বেতন বিল হইতে চাঁদা বাবদ কোনো অর্থ কর্তন করিবেন না; এবং

(খ) নিজে বেতন উত্তোলনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী না হইলে, ছুটিতে যাইবার পূর্বেই ছুটিকালীন চাঁদা কর্তন না করিবার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে, তবে চাঁদাদাতা উক্তরূপ কোনো ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে চাঁদা প্রদান করিবেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। **বোর্ডের অনুদান**।—Contributory Provident Fund Rules, 1979 এর rule 11 (2) অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের অর্থ চাঁদাদাতার মূল বেতনের ৮.৩৩% (আট দশমিক তিন তিন শতাংশ) হইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ, পরিপত্র ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

১০। **চাঁদার হার নির্ধারণ, ইত্যাদি**।—(১) কোনো চাঁদাদাতা নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে, তাহার চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) চাঁদাদাতার ৩০ জুন তারিখের মূল বেতনের সর্বোচ্চ ১০% (দশ শতাংশ);

(খ) চাঁদাদাতা উক্ত তারিখে ছুটিতে থাকিলে এবং ছুটিকালীন চাঁদা কর্তন না করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অথবা উক্ত সময়ে তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিলে, কর্মে যোগদানের তারিখের মূলবেতন তাহার বেতন হিসাবে গণ্য হইবে;

(গ) চাঁদাদাতা উক্ত তারিখে প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকরিতে কর্মরত থাকিলে অথবা ছুটিতে থাকিলে এবং ছুটিকালীন চাঁদা কর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি বোর্ডে কর্মরত থাকিলে তাহার যে মূলবেতন হইত তাহাই তাহার বেতন হিসাবে গণ্য হইবে; এবং

(ঘ) চাঁদাদাতা ৩০ জুনের পরবর্তী কোনো তারিখে প্রথমবারের মত তহবিলে যোগদান করিলে, তহবিলে যোগদানের তারিখের বেতন চাঁদা নির্ধারণের জন্য তাহার বেতন হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদাদাতার বেতন হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে বোর্ড যেইরূপে নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপে তাহার চাঁদার হার নির্ধারণ করা হইবে।

(২) চাঁদাদাতা প্রতি বৎসর নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে বোর্ডের হিসাব শাখাকে তাহার মাসিক চাঁদার হার সম্পর্কে অবহিত করিবেন, যথা:—

(ক) বিগত বৎসরের ৩০ জুন তারিখে কর্তব্যরত থাকিলে উক্ত মাসের বেতন বিল হইতে চাঁদা কর্তনের মাধ্যমে;

(খ) বিগত বৎসরের ৩০ জুন তারিখে ছুটিতে থাকিলে এবং ছুটিকালীন চাঁদা কর্তন না করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অথবা উক্ত তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিলে কর্মে যোগদানের পর প্রথম বেতন বিল হইতে চাঁদা কর্তনের মাধ্যমে;

(গ) প্রথমবারের মত তহবিলে যোগদান করিলে, যোগদানের মাসের বেতন বিল হইতে চাঁদা কর্তনের মাধ্যমে; এবং

(ঘ) বিগত বৎসরের ৩০ জুন তারিখে প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকরিতে কর্মরত থাকিলে, চলতি বৎসরের জুলাই মাসের চাঁদা তহবিলে জমা প্রদানের মাধ্যমে।

(৩) চাঁদাদাতা কর্তৃক কোনো বৎসরের জন্য নির্ধারিত চাঁদা উক্ত বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য অপরিবর্তিত থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদাদাতা কোনো মাসের অংশবিশেষ ছুটি কাটাইলে এবং ছুটিকালীন চাঁদা কর্তন না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, সংশ্লিষ্ট মাসের অবশিষ্ট চাকরিকালীন তিনি আনুপাতিক হারে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন।

১১। **চাঁদা আদায়।**—(১) প্রদেয় চাঁদা, বেতন গ্রহণকালে চাঁদাদাতার বেতন হইতে, কর্তনের মাধ্যমে আদায় করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো চাঁদাদাতা প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকরির কারণে অন্য কোনো উৎস হইতে বেতন গ্রহণ করিলে সংশ্লিষ্ট চাঁদাদাতাকে বোর্ডের নিকট প্রদেয় চাঁদা জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) কোনো চাঁদাদাতা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হইতে চাঁদা প্রদান না করিয়া থাকিলে তাহার বকেয়া চাঁদার মোট অর্থ, মুনাফাসহ তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে, অন্যথায় উপ-পরিচালক (অর্থ ও নিরীক্ষা) চাঁদাদাতার বেতন হইতে কিস্তির মাধ্যমে বা অন্যরূপে উক্ত অর্থ আদায়ের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন, তবে অগ্রিম প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী, বিশেষ কারণে, উক্ত অর্থ প্রদানের জন্য কিস্তি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) বোর্ড চাঁদাদাতার নিকট হইতে প্রেষণ বা বৈদেশিক চাকরিতে থাকাকালীন প্রদানযোগ্য চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১২। **মুনাফা।**—(১) বোর্ড তহবিলের হিসাবে বাৎসরিক অর্জিত মুনাফা ও অন্যান্য আয়ের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে প্রত্যেক চাঁদাদাতাকে তাহার অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত চাঁদার উপর মুনাফা প্রদান করিবে।

(২) জমাকৃত অর্থের উপর ৩০ জুন তারিখে সংশ্লিষ্ট হিসাবে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে মুনাফা প্রদান করা হইবে, যথা:—

(ক) পূর্ববর্তী বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত চাঁদাদাতার হিসাবে জমাকৃত অর্থের উপর ১২ (বারো) মাসের মুনাফা;

(খ) চলতি বৎসরে অগ্রিম হিসাবে উত্তোলিত অর্থের উপর চলতি বৎসরের প্রথম মাস হইতে যে মাসে উত্তোলন করা হইয়াছে সেই মাসের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত মুনাফা;

(গ) চলতি বৎসরে চাঁদাদাতার হিসাবে বিভিন্ন মাসে জমাকৃত অর্থের উপর জমা প্রদানের তারিখ হইতে চলতি বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য মুনাফা।

(৩) বেতন হইতে চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে, যেই মাসে চাঁদা আদায় করা হইয়াছে সেই মাসের প্রথম তারিখে উহা জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং চাঁদাদাতা কর্তৃক চাঁদা জমার ক্ষেত্রে যদি বোর্ডের হিসাব শাখা কর্তৃক উহা মাসের ৫ (পাঁচ) তারিখের মধ্যে গৃহীত হয়, তবে যেই মাসের জন্য গৃহীত হইবে সেই মাসের প্রথম দিন জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে, কিন্তু যদি উহা ৫ (পাঁচ) তারিখের পর গৃহীত হয়, তবে পরবর্তী মাসের প্রথম দিন হইতে জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৪) প্রবিধান ১৭ এর অধীন প্রদেয় অর্থ এবং উক্ত অর্থের উপর প্রদানকৃত মাসের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত প্রাপ্য ব্যক্তিকে মুনাফা প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বা তাহার মনোনীত কোনো ব্যক্তিকে জমাকৃত অর্থ নগদে পরিশোধের বিষয়টি অবহিত করিলে অথবা উক্ত ব্যক্তিকে ডাকযোগে ক্রস চেক প্রেরণ করিলে, যে তারিখে তাহাকে অবহিত করা হইয়াছে বা ক্রস চেকটি ডাকযোগে প্রেরণ করা হইয়াছে, সেই তারিখের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত মুনাফা প্রদানযোগ্য হইবে।

(৫) চাঁদাদাতা মুনাফা গ্রহণ না করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিলে, তাহার হিসাবে মুনাফা জমা করা হইবে না, কিন্তু তিনি তৎপরবর্তী সময়ে মুনাফা দাবি করিলে, যেই বৎসরে মুনাফা দাবী করা হইবে, সেই বৎসরের ১ জুলাই তারিখ হইতে মুনাফা জমা করা হইবে এবং প্রদেয় মুনাফা চাঁদাদাতার হিসাবে পূর্বে জমা হইলেও তাহার মুনাফা পরিহার করিবার বিষয়ে লিখিতভাবে অবহিতকরণের ফলে প্রদত্ত মুনাফা তাহার হিসাবে ডেবিট এবং তহবিল ক্রেডিটকরণের মাধ্যমে সমন্বয় করা হইবে।

(৬) এই প্রবিধানমালার অধীনে জমাকৃত অর্থের উপর যেই মুনাফা চাঁদাদাতার জমার সহিত একীভূত হইবে সেই একীভূত অর্থের উপর উপ-প্রবিধান (১) মোতাবেক নির্ধারিত হারে মুনাফা প্রদান করা হইবে।

১৩। **মনোনয়ন**।—(১) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে যোগদানকালে প্রত্যেক চাঁদাদাতা ফরম-১ এ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর এই মর্মে মনোনয়নপত্র দাখিল করিবেন যে, তহবিলে তাহার হিসাবে জমাকৃত অর্থ প্রদেয় হইবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হইলে অথবা অর্থ প্রদেয় হইয়াছে কিন্তু প্রাপ্তির পূর্বেই তাহার মৃত্যু হইলে উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তহবিলে তাহার হিসাবে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়নকালে চাঁদাদাতার পরিবার থাকিলে, তিনি তাহার পরিবারের সদস্যের বাহিরে অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে মনোনীত করিতে পারিবেন না;

আরও শর্ত থাকে যে, মনোনয়নকালে চাঁদাদাতার পরিবার না থাকিলে, তিনি যে কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন, কিন্তু যখনই তিনি পরিবারভুক্ত হইবেন তখনই পূর্বের মনোনয়ন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই ক্ষেত্রে একটি নতুন মনোনয়নপত্র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান মোতাবেক কেহ একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে, প্রত্যেকের প্রাপ্য অনুপাত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, তবে মনোনয়নপত্রে এইরূপ কোনো উল্লেখ না থাকিলে মনোনীত সকলেই সমহারে জমাকৃত অর্থ পাইবেন।

(৩) কোনো চাঁদাদাতা যে কোনো সময় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিতভাবে ফরম-২ মোতাবেক নোটিশ প্রদান করিয়া তাহার মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী একটি নূতন মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেকটি বৈধ মনোনয়নপত্র এবং বাতিলকরণের নোটিশ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হইবার দিন হইতে কার্যকর হইবে।

(৫) মনোনীত ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহার পক্ষে তহবিলের অর্থ গ্রহণের জন্য একজন অভিভাবক নিয়োগ করিতে হইবে।

(৬) কোনো চাঁদাদাতা উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে মনোনয়নপত্র জমা না দিয়া মৃত্যুবরণ করিলে তহবিলের অর্থ উত্তরাধিকারের প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে উক্ত চাঁদাদাতার বৈধ উত্তরাধিকারীদেরকে তাহাদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে প্রদান করা হইবে।

১৪। **তহবিল হইতে অগ্রিম গ্রহণ।**—(১) বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে, কেবল নিজস্ব চাঁদা ও উহার মুনাফা বাবদ জমাকৃত অর্থ হইতে চাঁদাদাতাকে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) এই প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

(ক) আবেদনকারী নবম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কর্মচারী হইলে, গৃহ নির্মাণ ও বিশেষ বিবেচনা ব্যতিরেকে অন্যান্য অগ্রিম মঞ্জুরির ক্ষেত্রে, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মঞ্জুরি প্রদান করিবেন;

(খ) গৃহ নির্মাণ ও বিশেষ বিবেচনা এবং অপরিশোধযোগ্য অগ্রিমের মঞ্জুরি উভয়ের ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মঞ্জুরি প্রদান করিবেন।

(৩) অগ্রিমের পরিমাণ ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখসহ অগ্রিমের জন্য ফরম-৩ এর নির্ধারিত ছকে বোর্ড বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(৪) আবেদনকারীর আবেদন তাহার অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সংগতিপূর্ণ এবং নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অগ্রিমের অর্থ ব্যবহৃত হইবে মর্মে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইলে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে, যথা:—

(ক) আবেদনকারী বা তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির অসুস্থতার চিকিৎসা ও ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য;

(খ) আবেদনকারী নিজের বা তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(গ) আবেদনকারীর নিজের বা তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির বিবাহ বা ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথানুযায়ী অনুষ্ঠিতব্য কোনো অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(ঘ) বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে, মর্যাদা অনুসারে, অবশ্য পালনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(ঙ) জীবনবীমার কিস্তি প্রদানের জন্য;

(চ) বাসগৃহ নির্মাণ, বাসগৃহ নির্মাণের নিমিত্ত জমি বা ফ্ল্যাট ক্রয় অথবা বাসগৃহ মেরামতের জন্য বা এই উপ-প্রবিধানে বর্ণিত প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য;

(ছ) মুসলিম চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে প্রথমবার হজ্জ্ব পালনের জন্য;

(জ) পারিবারিক কোনো ব্যয় নির্বাহের জন্য।

(৫) ফ্ল্যাট ক্রয়, বাসগৃহ নির্মাণ ও বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত, আবেদনকারীর নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক অর্থ অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না এবং বিশেষ বিবেচনা ছাড়া প্রথম গৃহীত অগ্রিম ও উহার মুনাফা পরিশোধের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে দ্বিতীয় অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রিম গ্রহণের সময় অগ্রিম প্রদানযোগ্য সম্পূর্ণ অর্থ গৃহীত না হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে প্রথম অগ্রিম চালু থাকাকালে দ্বিতীয় অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে দ্বিতীয় অগ্রিমের পরিমাণ আবেদনকারীর দ্বিতীয় অগ্রিম প্রদানকালে তাহার নিজস্ব হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক হইবে না।

(৬) বিশেষ বিবেচনার কারণ উল্লেখ করিয়া চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পর্যন্ত অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে এবং একইসঙ্গে সর্বোচ্চ ৩ (তিন)টি অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে, প্রথম অগ্রিমের ৬ মাস পর ২য় অগ্রিম এবং ২য় অগ্রিম প্রাপ্তির ৬ মাস পর ৩য় অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে, সেইক্ষেত্রে ২য় বা ৩য় অগ্রিম মঞ্জুরের পূর্ববর্তী অগ্রিম গ্রহণের পরবর্তী মাসগুলোতে চাঁদাসহ কিস্তিতে অগ্রিম পরিশোধ নিয়মিত করিয়াছেন কিনা সেই বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হইবে।

(৭) উপ-প্রবিধান ৪ এর দফা (চ) এ উল্লিখিত বাসগৃহ নির্মাণ, বাসগৃহ নির্মাণের নিমিত্ত জমি বা ফ্ল্যাট ক্রয় অথবা বাসগৃহ মেরামত সংক্রান্ত অগ্রিম নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর করা যাইবে, যথা:—

(ক) এইরূপ অগ্রিমের পরিমাণ চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) এর অধিক হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বাসগৃহ মেরামতের জন্য অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) এর অধিক অর্থ অগ্রিম হিসাবে প্রদান করা যাইবে না;

(খ) একই ভূমির উপর গৃহ নির্মাণের জন্য একাধিক অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না, তবে প্রথম অগ্রিম মুনাফা-আসলে আদায় হইলে উক্ত গৃহ মেরামতের জন্য দ্বিতীয়বার অগ্রিম প্রদান করা যাইবে;

(গ) যেই জমিতে বাসগৃহ নির্মাণ করিবার জন্য অগ্রিমের আবেদন করা হইতেছে তাহার মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করিতে হইবে;

(ঘ) ঋণ পরিশোধের পূর্বে চাঁদাদাতা যদি সংশ্লিষ্ট জমিতে নির্মিত ফ্ল্যাট বা প্লট বিক্রয় করেন, তবে উক্তরূপ বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত অগ্রিম ও মুনাফার অর্থ তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৮) মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রিম মঞ্জুরের কারণ এবং অগ্রিমের পরিমাণ মঞ্জুরি আদেশে উল্লেখ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ঋণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অগ্রিমের কিস্তি কর্তনের পর চাঁদাদাতার প্রাপ্য বেতনের পরিমাণের উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে ।

(৯) চাঁদাদাতার বয়স ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর পূর্ণ হইলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত চাঁদাদাতাকে তহবিলে তাহার হিসাবে জমাকৃত অর্থ হইতে যে কোনো প্রকৃত প্রয়োজনে অফেরতযোগ্য অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবেন, এই ধরনের অগ্রিম মঞ্জুর করা হইলে চাঁদাদাতার নিকট হইতে উহা আদায় করা যাইবে না এবং উহা চূড়ান্ত পরিশোধের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(১০) অফেরতযোগ্য অগ্রিমের পরিমাণ অগ্রিম মঞ্জুরকালে চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) এর অধিক হইবে না এবং চাঁদাদাতা একাধিক অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলেও তাহার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) অফেরতযোগ্য অগ্রিম হিসাবে মঞ্জুর করা যাইবে।

(১১) চাঁদাদাতার বয়স ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর হইলে গৃহীত এক বা একাধিক অগ্রিমকে তাহার ইচ্ছানুসারে অফেরতযোগ্য অগ্রিমে রূপান্তর করা যাইবে এবং উহা চূড়ান্ত পরিশোধের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৫। **অগ্রিম ও উহার মুনাফা আদায়।**—(১) অফেরতযোগ্য অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিমের ক্ষেত্রে অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যত সংখ্যক কিস্তি নির্ধারণ করিবে, তত সংখ্যক মাসিক সমান কিস্তিতে উহা আদায়যোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদাদাতার ইচ্ছা ব্যতীত এই কিস্তির সংখ্যা ১২ (বারো) এর কম এবং ৫০ (পঞ্চাশ) এর বেশি হইবে না।

(২) প্রবিধান ১১ তে বর্ণিত চাঁদা আদায়ের পদ্ধতিতে অগ্রিমের অর্থ আদায় করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্লট বা জমি ক্রয় এবং গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিম উহা গ্রহণের পরবর্তী পূর্ণ মাসের বেতন হইতে আদায় আরম্ভ করিতে হইবে।

(৩) গৃহ নির্মাণ, প্লট বা জমি ক্রয় অগ্রিমের ক্ষেত্রে, অগ্রিম গ্রহণের পরবর্তী দ্বাদশ মাসের বেতন হইতে বেতনের ১০% (দশ শতাংশ) হারে তবে সর্বোচ্চ ১২০ (একশত বিশ) কিস্তিতে আদায় আরম্ভ করিতে হইবে।

(৪) চাঁদাদাতা ছুটিতে থাকিলে বা খোরাকি ভাতা পাইতে থাকিলে তাহার অনুমতি ব্যতীত অগ্রিম আদায় করা যাইবে না।

(৫) চাঁদাদাতাকে প্রদত্ত অগ্রিম আদায়কালে চাঁদাদাতার লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে, অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রিম আদায় সাময়িকভাবে সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর স্থগিত রাখিতে পারিবেন, তবে চাঁদাদাতা বার্ধক্যজনিত কারণে চাকরির শেষ প্রান্তে অবস্থান করিলে অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ স্থগিত সময়কাল তাহার অবসর গ্রহণ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৬) গৃহীত অগ্রিমের আসল টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিবার পর অগ্রিম গ্রহণ ও তাহা পরিশোধিত হইবার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য বার্ষিক ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে মাসিক ভিত্তিতে মুনাফা আদায় করা হইবে, তবে এইরূপ হিসাবকালে মাসের অংশ পূর্ণ মাস ধরা হইবে।

(৭) কোনো চাঁদাদাতা অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের উপর কোনো মুনাফা গ্রহণ না করিলে তাহার ক্ষেত্রে, অগ্রিমের জন্য মুনাফা আদায় করা যাইবে না।

(৮) সাধারণত মূল অগ্রিম আদায়ের পরবর্তী মাসে এক কিস্তিতে মুনাফা আদায় করিতে হইবে, তবে মুনাফার পরিমাণ মূল অগ্রিম আদায়ের এক কিস্তির টাকার অপেক্ষা অধিক হইলে চাঁদাদাতার ইচ্ছা অনুসারে একাধিক মাসিক কিস্তিতে আদায় করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে মুনাফা আদায়ে কিস্তির টাকার পরিমাণ মূল অগ্রিম আদায়ে কিস্তির টাকার পরিমাণ অপেক্ষা কম হইতে পারিবে না।

(৯) যদি চাঁদাদাতাকে কোনো অগ্রিম মঞ্জুর করা হইয়া থাকে এবং তিনি উহা উত্তোলন করিয়া থাকেন এবং পরবর্তীতে উহা পূর্ণ পরিশোধের পূর্বেই অগ্রিম বাতিল হইয়া যায়, তবে উত্তোলিত অগ্রিম বা উহার অপরিশোধিত অংশ এবং প্রবিধান ১২ এর বিধান মোতাবেক প্রদেয় মুনাফা সঙ্গে সঙ্গে অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে, অন্যথায় ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব উক্ত চাঁদাদাতার বেতন হইতে কিস্তিতে অথবা মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যেইরূপে নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপে উক্ত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন।

(১০) এই প্রবিধানের অধীন আদায়কৃত সকল অগ্রিম ও মুনাফার অর্থ চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমা করা হইবে।

১৬। **বাৎসরিক হিসাব বিবরণী**।—(১) প্রত্যেক বৎসর সমাপ্ত হইবার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব প্রত্যেক চাঁদাদাতাকে হিসাব বিবরণীর কপি প্রেরণ করিবেন অথবা ই-মেইলে প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রদত্ত হিসাব বিবরণীতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ থাকিবে, যথা:—

(ক) বৎসরের প্রথম দিনের প্রারম্ভিক জের;

(খ) সমগ্র বৎসরে জমাকৃত ও উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ; এবং

(গ) ৩০ জুন পর্যন্ত মুনাফা ও বিনিয়োগ বাবদ জমার পরিমাণ এবং উক্ত তারিখে সমাপনী জের।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত হিসাব বিবরণীর সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সংবলিত একটি অনুসন্ধান পত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:—

(ক) চাঁদাদাতা মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন কিনা অথবা ইতঃপূর্বে প্রেরিত মনোনয়নপত্রে কোনো পরিবর্তন করিতে আগ্রহী কিনা; এবং

(খ) পরিবারের অবর্তমানে ভিন্ন কোনো ব্যক্তিকে মনোনয়নের পরবর্তীতে তাহার কোনো পরিবার হইয়াছে কিনা।

(৪) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত হিসাব বিবরণীতে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে চাঁদাদাতা তাৎক্ষণিকভাবে উহা ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিবের দৃষ্টিগোচরে আনিবেন এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব বিষয়টি পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বোর্ডকে অবহিত করিবেন।

১৭। **তহবিলে জমাকৃত অর্থ প্রদান, ইত্যাদি।**—(১) প্রবিধান ১৮ এর অধীন কর্তনকৃত অর্থ, যদি থাকে, ব্যতীত তহবিলে চাঁদাদাতার উভয় হিসাবে জমাকৃত অবশিষ্ট অর্থ প্রদানযোগ্য হইলে চাঁদাদাতা বা তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে উক্ত জমাকৃত অর্থ গ্রহণের জন্য বোর্ড লিখিতভাবে জানাইবে।

(২) কোনো কর্মচারী অথবা তাহার পরিবার অথবা তাহার মনোনীত বা তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট উক্ত অর্থ পরিশোধের আবেদন করিলে, ট্রাস্টি বোর্ড উক্ত আবেদন বিবেচনা করিয়া বোর্ডের প্রত্যয়ন গ্রহণপূর্বক তাহার প্রাপ্য অর্থ অনুমোদন করিবে এবং বোর্ডকে লিখিতভাবে অবহিত করিয়া ট্রাস্টি বোর্ড আবেদনকারীকে উহা পরিশোধ করিবে।

(৩) কোনো চাঁদাদাতা চাকরি পরিত্যাগ করিলে, অবসর-উত্তর ছুটিতে (পিআরএল) গমন করিলে, ছুটিতে থাকাকালীন অবসর-উত্তর ছুটিতে গমন করিলে, ছুটিতে থাকাকালীন অবসর গ্রহণের অনুমতি পাইলে বা কোনো উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক চাকরির অযোগ্য ঘোষিত হইলে, এই প্রবিধানমালার অধীন কোনো অর্থ কর্তনযোগ্য হইলে উহা ব্যতীত, তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট চাঁদাদাতাকে প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জমাকৃত অর্থ প্রাপ্তির পর চাঁদাদাতা পুনর্বহাল বা পুনঃনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর বয়সের মধ্যে পুনরায় চাকরিতে ফিরিয়া আসিলে, তাহাকে উত্তোলিত সমুদয় অর্থ মুনাফাসহ, বোর্ডের নির্দেশিত উপায়ে তহবিলে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৪) চাঁদাদাতার পরিবার থাকিলে এবং তহবিলে জমাকৃত অর্থ প্রদানযোগ্য হইবার পূর্বে বা প্রদানযোগ্য হইলেও প্রাপ্তির পূর্বে তাহার মৃত্যু হইলে,—

(ক) পরিবারের কোনো সদস্য বা সদস্যদের অনুকূলে মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে এবং উক্ত মনোনয়ন বলবৎ থাকিলে, মনোনয়নের শর্ত মোতাবেক, জমাকৃত সমুদয় অর্থ উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে;

(খ) পরিবারের কোনো সদস্য বা সদস্যবর্গের অনুকূলে কোনো মনোনয়ন প্রদান করা না থাকিলে বা মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও উহা অবৈধ হইলে বা উহা অকার্যকর হইলে পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বৈধ প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাহাদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে বণ্টন করিতে হইবে;

(গ) তহবিলে জমাকৃত অর্থের অংশবিশেষের জন্য মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে, জমাকৃত অর্থের যে অংশের জন্য মনোনয়ন নাই উক্ত অংশ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বৈধ প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাহাদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে বণ্টন করিতে হইবে।

(৫) চাঁদাদাতার কোনো পরিবার না থাকিলে এবং মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে, তহবিলে জমাকৃত অর্থ বা জমাকৃত অর্থের যে অংশের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে, উক্ত অংশ মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে প্রদেয় হইবে।

(৬) চাঁদাদাতার কোনো পরিবার না থাকিলে বা তিনি কোনো মনোনয়ন প্রদান না করিলে বা তহবিলের জমাকৃত অর্থের অংশ বিশেষের জন্য কোনো মনোনয়ন প্রদান করিলে, তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যে অংশের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয় নাই, ঐ অংশের অর্থ নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে প্রদেয় হইবে।

১৮। **কর্তন**।—বোর্ড কর্তৃক তহবিলের অর্থ চাঁদাদাতাকে প্রদানের সময় উক্ত অর্থ হইতে প্রবিধান ৯ এর বিধান অনুসারে তহবিলে বোর্ড প্রদত্ত অনুদানের অর্থ ও উহার মুনাফার পরিমাণের চাইতে অধিক পরিমাণে নয় এইরূপ অর্থ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ও পরিমাণে কর্তনপূর্বক বোর্ডের অনুকূলে নেওয়া যাইবে, যথা:—

(ক) গুরুতর অসদাচরণের জন্য চাকরিচ্যুত হইলে, যে কোনো পরিমাণ অর্থ:

তবে শর্ত থাকে যে, চাকরিচ্যুতির আদেশ পরবর্তীতে বাতিল হইলে এবং চাকরিতে পুনর্বহাল হইলে, কর্তনকৃত অর্থ পুনরায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে;

(খ) বার্ধক্যের কারণে অথবা যথাযথ মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক অক্ষম ঘোষিত হইয়া চাকরি হইতে পদত্যাগের ক্ষেত্র ব্যতীত, চাকরিতে নিয়োগের ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে পদত্যাগ করিলে, যে কোনো পরিমাণ অর্থ;

(গ) চাঁদাদাতার কারণে বোর্ডের উপর যে কোনো দায় বর্তাইলে, যে কোনো পরিমাণ অর্থ।

পঞ্চম অধ্যায়
আনুতোষিক তহবিল

১৯। **আনুতোষিক তহবিলে জমা**।—বোর্ড প্রতি বৎসর ৩০ জুন তারিখে প্রাপ্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারীর ২ (দুই) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পরবর্তী বৎসরের ৩০ জুন তারিখের মধ্যে আনুতোষিক তহবিলে জমা প্রদান করিবে।

২০। **আনুতোষিক প্রাপ্তির যোগ্যতা ও পরিশোধ**।—(১) নিম্নবর্ণিত যে কোনো কর্মচারী আনুতোষিক পাইবেন, যথা:—

(ক) যিনি বোর্ডে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর অব্যাহতভাবে চাকরি করিয়াছেন এবং শাস্তিস্বরূপ চাকরি হইতে বরখাস্ত, পদচ্যুত বা অপসারিত হন নাই;

(খ) যিনি বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে চাকরি হইতে পদত্যাগ বা চাকরি ত্যাগ করেন নাই;

(গ) ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নরূপ কোনো কারণে যে কর্মচারীর চাকরি অবসান হইয়াছে, যথা:—

(অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা পদসংখ্যা হ্রাসের কারণে তিনি চাকরি হইতে ছাঁটাই হইয়াছেন;

(আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক অসমর্থতার কারণে তাহাকে চাকরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারণ করা হইয়াছে; অথবা

(ই) চাকরিরত থাকাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(২) কোনো কর্মচারীকে তাহার চাকরির প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা ৬ (ছয়) মাস বা তাহার বেশি কোনো সময়ের জন্য ২ (দুই) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৩) সর্বশেষ গৃহীত মাসিক বেতন আনুতোষিক গণনার মূল ভিত্তি হইবে।

২১। **মনোনয়ন**।—(১) কোনো কর্মচারীর মৃত্যুর কারণে আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাহার মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ উহা পাইবার অধিকারী হন তজ্জন্য প্রত্যেক কর্মচারী ফরম-৪ অনুসারে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিবেন।

(২) কোনো কর্মচারী উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিলে, তাহার মনোনয়নপত্রে তাহাদিগকে প্রদেয় অংশ এইরূপ উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিকের সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এইরূপ উল্লেখ করা না হইলে টাকার পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করা হইবে।

(৩) কোনো কর্মচারী যে কোনো সময়ে ফরম-৫ অনুসারে নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন এবং উক্ত নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এর বিধান অনুসারে একটি নূতন মনোনয়নপত্র দাখিল করিবেন।

(৪) কোনো মনোনয়নপত্র না থাকিলে কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাহার আনুতোষিকের অর্থ উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাঁহার বৈধ উত্তরাধিকারীদের প্রদান করিতে হইবে।

২২। **আনুতোষিক অনুমোদন ও পরিশোধ**।—কোনো কর্মচারী অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট আনুতোষিক পরিশোধের আবেদন করিলে, ট্রাস্টি বোর্ড উক্ত আবেদন বিবেচনা করিয়া আবেদনকারীকে আনুতোষিক পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করিলে বোর্ডের প্রত্যয়ন গ্রহণপূর্বক তাহার প্রাপ্যতা অনুযায়ী আনুতোষিক অনুমোদন করিবে এবং বোর্ডকে লিখিতভাবে অবহিত করিয়া ট্রাস্টি বোর্ড আবেদনকারীকে আনুতোষিকের অর্থ পরিশোধ করিবে।

২৩। **আনুতোষিক হইতে বোর্ডের পাওনা সমন্বয়**।—যেই ক্ষেত্রে কোনো কর্মচারীর নিকট বোর্ডের কোনো পাওনা থাকে সেই ক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারীর আনুতোষিক বা উহার কোনো অংশ হইতে যাহা উক্ত দেনা পরিশোধের জন্য বোর্ডের নিকট যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই পরিমাণ অর্থ কর্তন করিয়া সমন্বয় করা যাইবে।

২৪। **আনুতোষিক হস্তান্তরযোগ্য নহে**।—কোনো কর্মচারী বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত কোনো প্রতিনিধি তহবিল বা তহবিলের অংশবিশেষ বন্ধক বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, এরূপ বন্ধক বা হস্তান্তর করা হইলে উহা আনুতোষিক তহবিলের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিবিধ

২৫। **অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দূরীকরণ**।—তহবিল সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে এই প্রবিধানমালায় পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে, উক্ত বিষয়ে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ, নির্দেশ বা নিয়মাবলি প্রযোজ্য হইবে।

২৬। **তহবিল ও অগ্রিম ব্যবস্থাপনা**।—(১) বোর্ড তহবিল ও অগ্রিম ব্যবস্থাপনার জন্য Management Information System এর আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(২) কোন্ কোন্ তথ্য Management Information System এ সংরক্ষণ করা হইবে এবং অর্থ বৎসর শেষে উক্ত Management Information System হইতে কোন্ কোন্ বিষয়ে বোর্ডের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন করিতে হইবে সেই বিষয়ে বোর্ড নির্দেশনা প্রদান করিবে।

ফরম-১

[প্রবিধান ১৩ এর উপ-প্রবিধান (১) দ্রষ্টব্য]

অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত অর্থ প্রাপ্তির মনোনয়নপত্র

অংশ-ক

পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে মনোনয়ন প্রদান

অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে আমার হিসাবে জমাকৃত অর্থ পরিশোধ হইবার পূর্বে, অথবা উহা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত না হইবার পূর্বে আমার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ গ্রহণের জন্য আমি এতদ্দ্বারা আমার পরিবারের নিম্নবর্ণিত সদস্য/সদস্যগণকে মনোনীত করিলাম, যথা:—

ক্রমিক নং	মনোনীত সদস্য/সদস্যগণের নাম ও ঠিকানা	চাঁদা দাতার সহিত সম্পর্ক	বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				
২।				
৩।				

দুইজন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা:

১।

২।

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর

পূর্ণ নাম:

পদবি:

তারিখ:

অংশ-খ

পরিবারের কোনো সদস্য না থাকিলে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড (Bangladesh Tourism Board) (কর্মচারী) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক তহবিল প্রবিধানমালা, ২০২৪ এর প্রবিধান ২ (ট)-তে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী আমার পরিবারের কোনো সদস্য নাই। অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে আমার হিসাবে জমাকৃত অর্থ পরিশোধযোগ্য হইবার পূর্বে, অথবা উহা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত না হইবার পূর্বে, আমার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ গ্রহণের জন্য আমি এতদ্দারা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে মনোনীত করিলাম, যথা:—

ক্রমিক নং	মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা	চাঁদাদাতার সহিত সম্পর্ক	বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				
২।				
৩।				

দুইজন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা:

১।

২।

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর

পূর্ণ নাম:

পদবি:

তারিখ:

ফরম-২

[প্রবিধান ১৩ এর উপ-প্রবিধান (৩) দ্রষ্টব্য]

অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে মনোনয়ন বাতিলের নোটিশ

আমার ক্ষমতার কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করিয়া এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে আমার পরিবারের সদস্য হওয়ায় উপযুক্ত কারণ থাকায় ইতঃপূর্বে আমি ....তারিখে যে মনোনয়ন প্রদান করিয়াছিলাম উহা এতদ্দ্বারা বাতিল করিলাম।

২ (দুই) জন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা: চাঁদাদাতার স্বাক্ষর

১। পূর্ণ নাম:

পদবি:

২। তারিখ:

ফরম-৩

[প্রবিধান ১৪ এর উপ-প্রবিধান (৩) দ্রষ্টব্য]

অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের হিসাব হইতে অগ্রিম উত্তোলনের আবেদন ফরম

প্রাপক:

....
....
....

বিষয়: অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের হিসাব হইতে অগ্রিম (ফেরতযোগ্য/ অফেরতযোগ্য) গ্রহণের আবেদন।

মহোদয়,

অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে আমার হিসাবে (নং-----------------------) জমাকৃত অর্থ হইতে -------------------- টাকা অগ্রিম উত্তোলনের মঞ্জুরি প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ করিতেছি।

আমি নিম্নবর্ণিত প্রশ্নাবলির প্রতিটির সঠিক উত্তর প্রদান করিয়াছি।

আপনার অনুগত

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর

পূর্ণ নাম:

তারিখ: পদবি:

প্রশ্নাবলি

ক্রমিক নং	প্রশ্নাবলি	জবাব
(১)	(২)	(৩)
১।	গত ৩০ (ত্রিশ) জুন তারিখে অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ: (হিসাব শাখা কর্তৃক প্রদত্ত সর্বশেষ হিসাবের স্লিপ সংযুক্ত করিতে হইবে)	

(১)	(২)	(৩)
২।	কী কারণে অগ্রিম উত্তোলন করিতে চান: (একাধিক কারণ থাকিলে উহা পৃথকভাবে বর্ণনা করিতে হইবে)	
৩।	মূলবেতন (বেতনক্রমসহ)	
৪।	পূর্বে কোনো অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে উহার বিবরণ: (ক) গৃহীত অগ্রিম কখন মুনাফাসহ সম্পূর্ণ কিস্তিতে পরিশোধিত হইয়াছে- (খ) গৃহীত অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধিত না হইলে কত কিস্তি বাকি রহিয়াছে-	
৫।	প্রার্থিত অগ্রিমের পরিমাণ:	
৬।	প্রার্থিত অগ্রিম তহবিলের হিসাবে জমাকৃত টাকা মুনাফাসহ কিনা:	
৭।	কত কিস্তিতে (মুনাফাসহ) অগ্রিম পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক:	
৮।	জন্ম তারিখ:	
৯।	কর্মকর্তার সুপারিশ:	

স্বাক্ষর:

পদবি:

সিল:

ফরম-৪

[প্রবিধান ২১ এর উপ-প্রবিধান (১) দ্রষ্টব্য]

আনুতোষিকের অর্থ প্রাপ্তির মনোনয়নপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড (Bangladesh Tourism Board) (কর্মচারী) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক তহবিল প্রবিধানমালা, ২০২৪ এর বিধান অনুযায়ী আমার প্রাপ্য আনুতোষিকের অর্থ পরিশোধযোগ্য হইবার পূর্বে, অথবা উহা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত না হইবার পূর্বে, আমার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ গ্রহণের জন্য আমি এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে মনোনীত করিলাম, যথা:—

ক্রমিক নং	মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা	চাঁদাদাতার সহিত সম্পর্ক	বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				
২।				
৩।				

দুইজন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা:

১।

২।

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর

পূর্ণ নাম:

পদবি:

তারিখ:

ফরম-৫

[প্রবিধান ২১ এর উপ-প্রবিধান (৩) দ্রষ্টব্য]

আনুতোষিক তহবিলের অর্থ প্রাপ্তির মনোনয়ন বাতিলের নোটিশ

আমার ক্ষমতার কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করিয়া এই প্রবিধানমালা অনুসারে উপযুক্ত কারণ থাকায় আমি ----------------- তারিখে আমার আনুতোষিক তহবিলের অর্থপ্রাপ্তির জন্য যে মনোনয়ন প্রদান করিয়াছিলাম তাহা এতদ্দ্বারা বাতিল করিলাম। এতদ্‌সঙ্গে আমি একটি নূতন মনোনয়ন দাখিল করিলাম।

সংযুক্তি: নতুন মনোনয়নপত্র।

২ (দুই) জন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা:

১।

২।

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর

পূর্ণ নাম:

পদবি:

তারিখ:

বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ডের আদেশক্রমে

আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd